R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে
বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই বৈশাখ ১৪২০
১লা মে, ২০১৩
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

## পুরসভাকে অন্ধকারে রেখে সুভাষ দ্বীপে উন্নয়ন কাজ শুরু

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** জঙ্গিপুর পুরসভা নিয়ন্ত্রিত সুভাষ দ্বীপের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার টেন্ডারে সরাসরি ঠিকাদার নিযুক্ত করেছে। বর্তমানে সুভাষ দ্বীপে ভ্রমণকারীদের রান্নাবান্না ও খাওয়াদাওয়ার জন্য দুটি পৃথক কিচেন কাম ডাইনিং রুম তৈরীর কাজ চলছে। এর সঙ্গে চলছে কমিউনিটি টয়লেট ও ল্যাট্রিনের কাজ। এখানে ডাইনিং স্পেসে এক সাথে ৩৫ থেকে ৪০ জন বসে খেতে পারবেন। ঐ কাজের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৪২ লক্ষ টাকা। দ্বীপকে আলোকিত করতে পুরো চত্বরে ২০টি সোলার ল্যাম্প দেয়া হবে। এর জন্য খরচ পড়বে ৫ লক্ষ টাকা। পার্কের প্রবেশের মুখে ঝুলন্ত ব্রীজকে উপেক্ষা করে তার পর থেকে রাস্তা তৈরীর কাজও শুরু হবে। এর বাজেট জানা যায়নি। সুভাষ দ্বীপকে প্রচারের আলোয় আনতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি জায়গায় উন্নতমানের হোর্ডিং লাগানো হবে। এ বাবদ খরচ ধরা হয়েছে ১৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এক সাক্ষাতকারে এ তথ্য দেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে জানান -- সুভাষ দ্বীপে কাজ শুরু হলেও আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে কোন চিঠি আমরা পাইনি। পাইনি কাজের ড্রয়িং বা সিডিউল।

## জঙ্গিপুর হাসপাতালে আউটডোরের উন্নতি জরুরী প্রয়োজন

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** রোগী কল্যাণ সমিতির তত্বাবধানে ও স্বাস্থ্য মন্ত্রীর ন্যাশানাল রুরাল হেলথ মিশনের আর্থিক সহায়তায় জঙ্গিপুর হাসপাতালের কোয়ার্টার ও আউটডোরের উন্নতিতে চার কোটি টাকার কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে রোগী কল্যাণ সমিতির ব্যানারে এই কাজের দেখভাল করছেন মহকুমা শাসক, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও হাসপাতালের সুপার বলে খবর। আউটডোরের

(শেষ পাতায়)

## দপ্তর থাকলেও কোন ভূমিকা নেই

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** জঙ্গিপুরের মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে ইনসপেক্টর লিগাল মেটরোলজি চলতি কথায় বাটখারা দপ্তর আছে। কিন্তু ইনসপেক্টর বা তার অফিসের কর্মীদের কোন ভূমিকা সদর শহরে বা মহকুমায় দেখা যায় না। যার ফলে বাজারে মান্ধাতার ত্রুটিযুক্ত বাটখারায় কাজ চলছে। মাছ, মাংস,

(শেষ পাতায়)

## প্রধান শিক্ষকবিহীন স্কুল চলছে ডামাডোলে

**নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ** রঘুনাথগঞ্জ–২ ব্লকের বড়জুমলা হাই স্কুলে ২০০২ থেকে প্রধান শিক্ষকের পদ ফাঁকা। টিচার–ইন–চার্জ দিয়ে স্কুল চলছে কোন রকমে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করেও এর কোন সুরাহা হচ্ছে না শক্ত পরিচালনার অভাবে। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রায়

(শেষ পাতায়)

## দাদাঠাকুরের জন্মদিন পালন

**নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ** রঘুনাথগঞ্জের দাদাঠাকুর শিক্ষানিকেতনের উদ্যোগে ও বৌবাজার ক্যাপস্ সোসাইটি ও শ্রীমা শিল্পনিকেতনের সহযোগিতায় ১৩ বৈশাখ শরৎচন্দ্র পন্ডিতের (দাদাঠাকুর) জন্মদিন পালন করা হয়। সকালে ট্যাবলো সহ প্রভাতফেরি ও সন্ধ্যায় স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

(শেষ পাতায়)

## জোনাল কমিটির ডেপুটেশন

**নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ** উমরপুর পাওয়ার হাউসে ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ারের কাছে চার দফা দাবীতে ডি.ওয়াই.এফ.আই রঘুনাথগঞ্জ জোনাল কমিটি ডেপুটেশন দেয় ১৯ এপ্রিল। রঘুনাথগঞ্জ–১ ব্লকের

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬১১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই বৈশাখ বুধবার, ১৪২০

# মনের অসুখ কি সারিতে পারে না ?

মানবিকতার বোধ করি কোন স্বতন্ত্র দেশঘর নাই। নাই কোন সীমারেখা, লক্ষ্মণ গন্ডীর সীমাবদ্ধতা। মানুষ হয়তো আপন আপন দেশের সীমানায় বদ্ধ থাকিতে পারে জাতিপ্রেমে, দেশপ্রেমে সম্প্রদায়গত বন্ধনের ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমানায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে নিহিত মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতাবোধ উদার আকাশের মতই। তাহার কোন সীমানা নাই। তবুও মানুষের হৃদয়ের আকাশটা ভেদবুদ্ধি –স্বার্থবুদ্ধির কালো মেঘে আবৃত হইয়া পড়ে প্রায়শই। মানুষ মানুষের ভাই, প্রতিবেশী–ইহাই তো সত্য পরিচয়। দেশে কালে তাহাদের ভেদ থাকিবার কথা নহে। কথাতো অনেক কিছু আছে বা থাকে কিন্তু তাহাকে মান্যতা দেওয়া হয় কতটুকু ? যদিচ শোনা যায় কবির বাণীতে–স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

যে প্রসঙ্গে এই কথাগুলির অবতারণা তাহা একটি ঘটনা লইয়া। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য বোধ হইলেও তাহার গুরুত্ব কম নয়, বলা যাইতে পারে অসামান্য।

স্বাধীনতা লাভের সময়ে ভারত ভাঙিয়া দ্বিখন্ডিত হইয়াছে। আবার আমাদের সেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বিখন্ডিত হইয়া স্বতন্ত্র অভিধায় অভিহিত হইয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে আমরা সবাই এক দেশের মানুষ ছিলাম। ছিল আমাদের এক প্রাণ একতা। দেশ ভাগের পর সেই বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। যৌথ পরিবার ভাঙিয়া যেমন প্রতিবেশী ঘর গড়িয়া উঠে আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। রাজনীতির যন্তর মন্তরে, সংকীর্ণ স্বার্থের দোহাই দিয়া আমাদের মনের আকাশটাকে খন্ডিত করিবার প্রয়াস পূর্বেও যেমন হইয়াছে, এখনও চলিতেছে। যুদ্ধবাজরা স্বার্থান্ধ। ক্ষুদ্র স্বার্থে পূর্ণ হয় না তাহাদের পাশবিক ক্ষুধা। কাশ্মীর সীমান্তে যে সন্ত্রাস, হত্যা চলিয়া আসিতেছে তাহা নিতান্তই পাশবিক। সীমান্তের ওপার হইতে চলিতেছে গোলা-গুলি, হত্যা এবং সন্ত্রাস।

এই ঘটনার বিপ্রতীপে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছে সত্যই যাহা প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্যের, সহযোগিতার, সুসম্পর্কের বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা বেশ কিছু দিন হইতে চলিতেছে। মনে রাখা প্রয়োজন বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা কখনই বৈরিতা নয়।

কিছুদিন পূর্বে প্রতিবেশী দেশ হইতে অসুস্থ একটি শিশু কন্যা আসিয়াছিল এই দেশে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের অসুস্থতা লইয়া। এই দেশের চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, সফল দক্ষতায় এই কচি প্রাণটি মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। যেদিন তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের শল্য চিকিৎসা চলিতেছিল সেই দিন এই দেশের শত সহস্র শিশু– নারী-পুরুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে ঈশ্বরের নিকট তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য জানাইয়াছিল প্রার্থনা। সুখের কথা মেয়েটি সুস্থ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে এই দেশের মানুষের অজস্র শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা।

মানুষের ভালোবাসায়, সদিচ্ছায়, শুভেচ্ছায়, প্রচেষ্টায় যদি দেহের কঠিন অসুখ নিরাময় হইতে পারে তবে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে হৃদয়হীনতার অসুখ যাহা শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছে তাহা না সারিবার কারণ কী থাকিতে পারে ? সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চাহে না, অশান্তি চাহে না। চাহে শান্তি, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা। মানবিকতার কথা ভাবিয়া সীমান্ত পারের চলমান সন্ত্রাস কি বন্ধ হইতে পারে না ? বন্ধ হইতে পারে না এত রক্তক্ষয়, এত নিষ্ঠুর হত্যা ?

# শিক্ষকদের আক্রমণ মনমোহনের

**কৃশানু ভট্টাচার্য্য**

ডঃ মনমোহন সিংহের একটা বিশেষ গুণ আছে – তিনি কম কথা বলেন আর মাঝে মধ্যেই নিজের বা সরকারের অপদার্থতা আড়াল করতে গিয়ে অন্যদের দোষারোপ করেন। সম্প্রতি এ জাতীয় একটি ঘটনা দেখলো ভারতবাসী। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এসেই শুরু করেন বিষোদগার। দেশের প্রথম সারির ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের একটিও বিশ্ববিদ্যালয় নেই। কেন ? পণ্ডিত প্রধানমন্ত্রীর ধারণা এর জন্য দায়ী

(পরের পাতায়)

# চিঠিপত্র

[মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব]

## দার্জিলিং পশ্চিমবাংলায় থাকবে

ভারতের মধ্যে পশ্চিমবাংলা এমন একটি প্রদেশ যেখানে বাংলা মায়ের মাথায় মুকুটের মত হিমালয় উত্তরে বিরাজ করছে, তেমন দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে আমাদের পবিত্র নদী গঙ্গা মিলিত হয়েছে। এই মিলন ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক সাধু এসে সঙ্গমে অবগাহন করে পুণ্য লাভ করে। অনেক দিন আগে "ধনরাজ তামাং" একটি চলচ্চিত্র হয়েছিল। সেখানে পাহাড়ে ধনরাজ তামাং জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তার মধ্যে আলাদা রাজ্য করার বাসনা ছিল না। ক্রমে আমাদের সুভাষ ঘিসিং পাহাড়বাসীর জন্য স্বায়ত্ব শাসন চেয়েছিলেন। সেই সময়ের বামফ্রন্ট সরকার বিবেচনা করে তাঁদের দাবী কিছুটা পূরণ করেছিল। কিন্তু বাংলা ভাগ কোন মতেই মেনে নেওয়া হয় নি এবং হবে না। বর্ত্তমানে আমাদের দার্জিলিং অধিবাসীদের কয়েকজন তাঁদের অধিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবী জানালে আমাদের বর্ত্তমান সরকারের জনপ্রিয় নেত্রী তাঁদের দাবী বিবেচনা করে আরও অধিক ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাঁদের নেতারা তাঁকে 'মা' বলেছেন। সরকার পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে বাংলাকে আর ভাগ করা যাবে না। বাংলার মধ্যেই নিজেদের কৃষ্টি, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে চলতে হবে। এই পশ্চিমবাংলায় অনেক জাতি বাস করে। প্রত্যেকে যদি একই দাবী ঘিরে আন্দোলন করে তবে সেটা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন রূপে পরিগণিত হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দেওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মমতা ব্যানার্জ্জী তাঁর বক্তব্যে অনেকদিন আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আর ভাগ নয়। পশ্চিমবাংলার প্রতিটি মানুষের মনে করা দরকার যে আমাদের 'বঙ্গদেশ' ১৯৪৭ সালে ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল। আর কোনমতেই ভাগ হবে না। দার্জিলিং আমাদের আছে এবং আমাদের পশ্চিমবাংলার মধ্যেই থাকবে।

অমরনাথ ব্যানার্জ্জী (বাঁকু)
কলকাতা – ৫৭

# মে দিবসের শপথ

**ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়**

হয়তো সেদিন ছিল বসন্তের শেষ,
কিংবা নিদাঘের দীপ্রদাহ দিন ;
ঝরে ছিল, ঝলকে ঝলকে রক্ত পলাশ
বিবর্ণ মাটির পরে রক্তের আলপনা।

দগ্ধ তাম্র বৈশাখী বাতাসে ছিল মিশে
শোষণের স্বেদরেণু, তাপ উত্তাপ
চেতন-স্ফুলিঙ্গে দীপ্ত সুপ্ত দাবানল
নীল দিগন্তে তার ব্যাপ্ত প্রতিভাস্

শ্রমিকের উদ্যত মুষ্টি, উচ্চারিত কঠিন শপথঃ
শুধু কাজ নয়, চাই তার নির্দিষ্ট সময়।
শোষণ পেষণে শীর্ণ লাখো শ্রমিকের
জীর্ণ পাঁজরায় জীবনের গান।

অনেক রক্তের মূল্যে কেনা অধিকার,
স্বেদ অশ্রুতে সিক্ত পরম সম্পদ।
অঙ্গীকৃত, মে দিনের লাল ইস্তাহার
মেহনতী শ্রমিকের ঐক্য সংহতি।

[২]

## তৃণমূল অফিস প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহে আপনার সংবাদ পত্রে 'তৃণমূল পার্টি অফিস না অন্যকিছু' সংবাদের প্রেক্ষিতে দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছি পার্টি অফিসে রাতের অন্ধকারে কোন রকম বেআইনি কাজ হয় না বা হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের বদনাম রটাতে কেউ কেউ এই পন্থা নিয়েছে। কোন খবর প্রকাশ করার আগে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করে সংবাদ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

সত্যনারায়ণ সূত্রধর, সভাপতি,
জঙ্গিপুর টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেস

# ঝরা ছড়া

## শীলভদ্র সান্যাল

১

সবাই জানে, অন্তরালে কে সে আসল মন্ত্রী !
তাইতো তিনি দু'টি দফায় আজও প্রধানমন্ত্রী।
পাবেন নাকি আরেক দফা, নাকি এবার হবে রফা ?
নীল রক্তের তরুণ নায়ক সত্যি পাবেন গদি ?
গোধ্রা ক্ষত ধুয়ে ফেলে, আর-এস্-এস্-এর মনটি পেলে
অন্য দিকে সেই স্বপ্নে সল্‌তে পাকান মোদী !

২

বহুদিন থেকে পোড়ে বহু কাঠ-খড় তো
অর্থের খোঁজে গিয়ে তবু কী অনর্থ !
ছেলেগুলো সহবত করেনি তো রপ্ত
বঙ্গের রাজনীতি ফের হল তপ্ত
অগ্নিকন্যা রোষে কী রুদ্র মূর্তি !
বরাদ্দ পেয়ে শেষে ফুরফুরে ফূর্তি।

৩

ওগো গ্যাস সিলিণ্ডার !
তোমার দেখা পাওয়া ভার।
কষ্ট ক'রে রান্নাঘরে ভুল ক'রে দাও উঁকি !
কোটিপতির ঘরে, তোমায় রাখে সোহাগভরে
তাই সরকার ব্যাঙ্কে এবার দিলেন যে- ভর্তুকি !

৪

প্রেম-প্রেম খেলা ক'রে ছুঁড়িদের পট্‌কে
মোটা টাকা দাঁও মেরে পড়ছিলে সট্‌কে
শেষে প্রেমই ফাঁদ পেতে দিলে হাতকড়া !
কলির কেষ্ট তুমি ! চোখ ছানাবড়া !

৫

আরে ! আরে ! সুয্যি-গোঁসাই ! চললে তুমি কদ্দূর ?
মেজাজ খারাপ ? এই দুপুরে তাই কি এত রোদ্দুর ?
সব্বাইকে চোখ রাঙিয়ে বলছ রেগে, 'হ্যাণ্ডস্ আপ'!
খাওনা দাদা ! এক টুকরো বাদলা মেঘের থাম্‌স্-আপ !

৬

পাড় ভাঙে বন্যায়, ডাল ভাঙে ঝড়ে
এরকম ভাঙা-গড়া কত ঘরে-ঘরে !
ভিড়ে কত লোক ভাঙে, দাগা খেলে দিল্ ভাঙে,
রাধিকার মান ভাঙে ওই কেলে ছোঁড়া !
টেঁপির বিয়েটা ভাঙে কোন্ মুখ পোড়া ?
হাঁই তুলে আড় ভাঙে, ম্যাটিনির শো ভাঙে,
বহুতল বাড়ি ভাঙে বল কোন্ খানে ?
সব্বাই জানে দাদা, সেটা হল ঠানে !

৭

বল কি, দেখে শুনে দরজা খুলো !
কেননা পথে পথে বেজায় ধুলো।
সব চিচিং ফাঁক শকুন পাতিকাক !
সঙ্গে গেল উড়ে চড়ুই গুলো –
মরণ-ফাঁদে কারা তাদের ছুঁলো !

৮

দিন-কাল নয় মোটে ভালো
সব শুনে তাই সাজি কালা !
সাদাটাকে বলি ভাই কালো
বুঝে-সুঝে মুখে দেই তালা !

# শিক্ষকদের আক্রমণ .....(২পাতার পর)

শিক্ষকরা। তিনি বলে ফেলেছেন তার সরকার দেশের শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছেন। পিছিয়ে পড়া এলাকায় শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। অথচ অপদার্থ মাষ্টারগুলো তাদের কাজ করে না। আর দেশের শিক্ষা বারে বারে পিছিয়ে পড়ে।

সরকারের মোট খরচের ২ শতাংশেরও কম ব্যয় হয় শিক্ষায়। উদারীকরণের প্রবক্তা ডঃ মনমোহন সিংহের প্রায় দশ বছরের জমানায় দেশের শিক্ষাকেন্দ্রে বেসরকারী কোম্পানীগুলির রমরমা বেড়েছে। এ রাজ্যেও নানা গ্রুপের জন্ম হয়েছে রাইস, টেকনো, জে আই এস, পৈলান – দেশের নানা ধরনের ইনজিনিয়ারিং কলেজ গুলির মালিকানা আজ বিড়লা, আম্বানী কিংবা তস্য শিক্ষাগোষ্ঠির হাতে, তাদের জন্য সরকার বড়ই উদার। এমনকি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে সরকারী বি.এড কলেজের বদলে সরকারের প্রথম পছন্দ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চরিত্র বদলে দিয়ে দূর সঞ্চার বা ডিসট্যান্স এডুকেশনকে প্রাধান্য দিচ্ছে এ দেশের সরকার। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মানও নেমে যাচ্ছে। গবেষণার ভাতা নিয়ে দীর্ঘসূত্রিতা তো সরকারের মজ্জাগত। রয়েছে সরকারী অনুদান নয়, কোনো গবেষণা প্রকাশে অনুমতি নিয়েও টালবাহানা। এসব যে মনমোহন সিং জানেন না তা নয়। তার মেয়ে দেশের একটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তা। অবশ্যই তিনি এ সবই জানেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানদন্ডে পিছিয়ে পড়ে নিজের মুখ পুড়িয়েছেন বিশ্বের অন্যতম শিক্ষিত এই রাষ্ট্রপ্রধান। কাজেই এবারে সব ছেড়ে মাষ্টারদেরই ধর। তারা তো আর প্রতিবাদ করতে পারবে না। সরকারী বেতন নেয় – এরা তো সরকারী চাকর। পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে এরা মুখ বুজে অপমান মেনে নেবে আর সেই সুযোগে নিজের পোড়া মুখে পমেটম মেখে নিয়ে আবারও বেসরকারীকরণ, উদারীকরণের ঝাণ্ডা নিয়ে রাস্তায় নামবেন কর্পোরেট পুঁজির প্রিয়জন ডঃ মনমোহন সিংহ।

---

৯

উঠল মহাশোর 'চোর-চোর' বাতাসে।
কোথা সে নাই ঠিক চারিদিক ফাঁকা সে।
ছিঁচকে চোর হায় মার খায় কান্দে
এদিকে বড় চোরে পথ ধরে বাঁকা সে।
হাজার কোটি টাকা করে ফাঁকা পাণ্ডে,
নিজে সে মেন্টর ব্রেন তার পাকা সে !
লাইনে ঠিক ফেট্ তাই চিট্ ফাণ্ডে
কামিয়ে কোটি কোটি দিল বডি ঢাকা সে !

১০

ওই আসছে বদ্‌লোকটা ! সামালকে ! সামালকে !
'বে-শরম্ ! বে-তমীজ !' – থোরাই কেয়ার গালকে !
সব জায়গায় খোঁট পাকান, তবু তিনি মহা - 'প্রাণ'
তাই তো শেষে মারেন দান, 'দাদা-সাহেব ফালকে'।

আমাদের প্রচুর স্টক
বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠের বিয়ের কার্ড নিতে সরাসরি চলে আসুন
নিউ কার্ডস ফেয়ার
দাদাঠাকুর প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

# অধীর চৌধুরীর সঙ্গে সিপিএমের আঁতাত বরাবরই – হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামসেরগঞ্জ ব্লকের বাসুদেবপুরে তৃণমূলের এক সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেন -- আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনারের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ এবং কংগ্রেস, সিপিএমের পক্ষ নিয়ে সরকারের বিরোধিতা এর আগে দেখিনি। বরাবরই পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্য পুলিশ দিয়েই হয়েছে। এবার কমিশনার ফতোয়া জারি করলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া নির্বাচন হবে না। মন্ত্রী জেলা রাজনীতির কথা টেনে অধীর চৌধুরীকে এক হাত নেন। তিনি বলেন -- জেলায় সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা আঁতাত বরাবরই আছে। আগে নৃপেন চৌধুরীর সঙ্গে ছিল এখন জেলা সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আছে। ১৯ মে তাঁর মন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হুমায়ুন বলেন তার আগেই আমি পদ থেকে অব্যাহতি নেব।

# গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামের প্রবোধ সিং (৪৪) ২৮ এপ্রিল বাড়ীতে নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বেকারত্বের কারণে তার এই আত্মহত্যা বলে বাড়ির লোক জানান। প্রবোধ অবিবাহিত ছিলেন।

# জঙ্গিপুর হাসপাতালের.....(৩ পাতার পর)

উন্নতিতে এক কোটি টাকা ব্যয় হলেও তেমন কোন স্বাচ্ছন্দ্য নাকি রোগীরা দেখতে পাচ্ছেন না। সেখানে স্বল্প পরিসরে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আউটডোর টিকিট কাটতে হচ্ছে। এমারজেন্সির সামনে ও বাইরে বিদ্যুতের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা গেলেও ওয়ার্ডের মধ্যে বা আউটডোরে সেই মিটমিটে আলোই বহাল আছে। রোগীর চাপ সামলাতে আউটডোরের পরিসর বাড়ানো জরুরী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে এখানে রক্ত বা কিট ব্যাগ কিছুই নেই বলেও ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন।

# দাদাঠাকুরের জন্মদিন.....(৩ পাতার পর)

গীতিআলেখ্য 'অনন্য দাদাঠাকুর' এবং 'কথায়–কবিতায়–গানে দাদাঠাকুর' পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দাদাঠাকুর শিক্ষানিকেতনের পক্ষে অপূর্ব চক্রবর্তী।

# জোনাল কমিটির.....(৩ পাতার পর)

জরুর, কানুপুর পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে পানীয় জলের সংকট চলছে। সেচের জলও মার খাচ্ছে। এর সমস্যার সমাধান ছাড়া, সেখদীঘিতে সাব স্টেশনের কাজ দ্রুত চালু করা। ডেপুটেসনে নেতৃত্ব দেন অগ্নিমিত্র ব্যানার্জী, সুপ্রিয় ঘোষ প্রমুখ।

# শতবর্ষ পার করে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের বহু উত্থান পতনের সাক্ষী সাহেববাজারের টগরীবালা দাসী (১০২) ২০ এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত লোকসভা উপনির্বাচনেও মানুষের কোলে চেপে ভোট দিয়ে এসেছেন টগরীবালা। অজস্র নাতি নাতনি ও পাড়ার লোকেদের আন্তরিক সহযোগিতায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় জঙ্গিপুর শ্মশানে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক টগরীর আপনজন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

# প্রধান শিক্ষকবিহীন.....(৩ পাতার পর)

১৫০০ ছাত্রছাত্রীর এই স্কুলটিতে নিয়ম শৃঙ্খলা পদে পদে বাধা পাচ্ছে বলে খবর। এই ডামাডোলে পূর্বতন কমিটির সেক্রেটারী সর্বশিক্ষার এ্যাসি. ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বখরা করে কয়েক লক্ষ টাকা হাপিস করে দেন বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

# দপ্তর থাকলেও.....(৩ পাতার পর)

ফল বা অন্যান্য অগ্নিমূল্যের জিনিসপত্র খরিদ করে ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এলাকা ঘুরে সরজমিন তদন্তে না গিয়ে দপ্তরে বসেই দালালদের মাধ্যমে বাটখারা রিনিউ চালু রেখেছেন ইন্সপেক্টর বলে অভিযোগ। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এসব খবর রাখেন কি ?


অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট

রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

আমিন তরুন সরকার

Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159

সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।

ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922

গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169


দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।